R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
একমাত্র ভালো পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ. ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২০/২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ৪/১১ জুন ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫৲সডাক

১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার

ধুলিয়ান : সামসেরগঞ্জ থানার লালপুর গ্রামের নিবারণ মণ্ডল জীবিকার তাগিদে নিউ দিল্লী যায়। এবং সেখানে শ্রীমতী সন্তোষ বাহারীর গৃহে কাজ করার সময় হঠাৎ গত ২৪ মে গৃহস্বামীর ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও একটি টু-ইন-ওয়ান টেপ রেকর্ডার চুরি করে নিয়ে পালিয়ে আসে। শ্রীমতী বাহারী ডিফেন্স পুলিশ ষ্টেশনে কেস করেন। দিল্লী পুলিশ থেকে ডি, এস, চৌধুরী সামসেরগঞ্জ থানায় আসেন। সেখানে এস, আই, দয়াল মুখার্জীর সহায়তায় তিন দিন পর নিবারণকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তল্লাসী চালিয়ে নিবারণের ঘরের নীচে পুঁতে রাখা ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৭০ টাকা ও টু-ইন-ওয়ান টেপ রেকর্ডারটি উদ্ধার করে। গত ৩ জুন জঙ্গিপুর কোর্টে তাকে হাজির করে। ৭ জুন নতুন দিল্লীতে মেটরোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট ও, পি, গুপ্তার এজলাসে নিবারণ মণ্ডলকে হাজির করা হয়।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে লক্ষ টাকা ক্ষতি

সাগরদীঘ : মুর্শিদাবাদ প্রকল্পের লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের বিষ্ণুপুর অফিসটি গত ২৯ মে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে ভষ্মীভূত হয়ে যায়। তবে কোন প্রাণহানি হয়নি। জিনিসপত্র নষ্টের পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, বর্ত্তমান প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটার প্রদীপ চক্রবর্ত্তীর গাফিলতিতেই নাকি এই বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। কেননা সকলের নিষেধ সত্ত্বেও বেশ কিছু সহজ দাহ্য পদার্থ গুদামে রেখেও তিনি কোন অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখেননি। ফলে আগুন লাগার পর নিভানোর চেষ্টা করতে করতেই সম্পূর্ণ গৃহটি ভষ্ম ভুত হয়। বহু আসবাবপত্র ও মূল্যবান ওষুধপত্র নষ্ট হয়েছে।

আদিবাসী কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির

সাগরদীঘি : গত ২৯ মে তসপাড়া প্রাইমারী স্কুলে এবং ৪ জুন সাহাপুর ল্যাম্ফ সোসাইটি প্রাঙ্গণে আদিবাসী কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করেন সাগরদীঘির কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক। সু-সংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প সংস্থা তাঁকে সর্ববিধ সাহায্য করেন। ভাষণে ব্লকের প্রগতি ও ক্রমোন্নতি পরিদর্শক চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জী বলেন, সাগরদীঘি ব্লকে ২২টি মৌজায় সু-সংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প সংস্থা আছে। আদিবাসীরা এই সংস্থাগুলি থেকে কৃষি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান পেতে পারবেন। কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক গণেশ বর্মণ তাঁর ভাষণে বলেন, এখান থেকে শিখে আপনারা মাঠে সই বিদ্যা প্রয়োগ করুন। অন্যান্যদের মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমার বিষয় বিশেষজ্ঞ শরদ্বিন্দু দাস কৃষিতে আদিবাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেন ও উপস্থিত আদিবাসীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেন। স্থানীয় এক আদিবাসী যুবক অনিল হেমব্রম জানান গভীর নলকূপ, পুষ্করিণী ও বিদ্যুতের অভাবই তাঁদের অঞ্চলে বিশেষ সমস্যা এবং সরকার তা দূর করার ব্যবস্থা নেবেন বলে তাঁরা আশা করেন। মুখ্য কৃষি আধিকারিক অরুণবরণ পুরকায়স্থ তাঁর উত্তরে বলেন, জেলায় আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে ১০টি গভীর নলকূপ বসান হবে এবং ২৬ লক্ষ টাকা খরচ করে সেচের ব্যবস্থা ও জলধারণের উপযোগী করে চাষের জমি সমতল করার ব্যবস্থা হবে।

প্রধান শিক্ষক প্রহৃত

জঙ্গিপুর : গত ২৯ মে তেঘরী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন সিংহ স্কুল প্রাঙ্গণে একদল যুবক কর্ত্তৃক স্কুল চলাকালীন প্রহৃত হন। নেতৃত্ব দেন প্রণয় সিংহ। ঐ স্কুলের শিক্ষক পদে গতকাল মহঃ ফুরকানকে নিয়োগ করার পর আজ এই ঘটনা ঘটে। প্রণয় সিংহ এক সময় এই স্কুলে আংশিক সময়ের জন্য অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে ডেপুটেশনে নিযুক্ত হন। অস্থায়ী শিক্ষকপদে নিয়োগের সময় দেখা যায় ঐ প্রণয় সিংহ বড়শিমূলে প্রস্তাবিত হাই স্কুল হবার ভরসায় অরগানাইজ শিক্ষক হিসেবেও নিয়োগপত্র পান। ভবিষ্যতে স্কুলটি অনুমোদন পেলে স্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র পাবেন এই আশায় একই সঙ্গে দুইটি স্কুলে শিক্ষকের পদে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। পরবর্ত্তীতে বড়শিমুল স্কুল অনুমোদন না পাওয়ায় এবং সমস্ত ব্যাপারটি প্রকাশ হওয়ায় ডি, আই ডেপুটেশনে থাকাকালীন বেতন বন্ধ করার নির্দেশ দিলে প্রণয় সিংহ কোর্টের শরণাপন্ন হন। এমতাবস্থায় তাঁর দাবি যেহেতু তিনি তেঘরি স্কুলে কিছুদিন কাজ করেছেন সেই-হেতু তাঁকেই পরবর্ত্তী শিক্ষক নিয়োগের সময় নিয়োগপত্র দিতে হবে। গতকাল জনৈক মহঃ ফুরকানকে নিয়োগ করার পর প্রণয় সিংহ গায়ের

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পর পর তিনটি খুন

সাগরদীঘি : গত ২৮ মে বেশ কয়েক বছর পর সাগর-দীঘি থানা আবার খুনে শীর্ষস্থান দখল করতে চলেছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে পর পর তিনটি খুন তারই সাক্ষ্য বহন করে। সর্বশেষ খুনটি হয় গতকাল আথুরা গ্রামে। স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক কাজিয়ার জের টেনে শ্যালকের মারের চোটে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তির পর মৃত্যু ঘটে ভগ্নীপতির। ২০ মে কড়াইয়া গ্রামে একজন

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০/২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

॥ ভাবিবার দিক ॥

গত ২রা জুন মালদহ জেলার চামাগ্রাম ষ্টেশনের কাছে সেনাবাহিনীর গাড়ীতে উঠিয়া দুষ্কৃতকারীদের দল অস্ত্রভর্তি বাক্স লইয়া পলাইয়া যাওয়ার যে দুঃসাহস দেখাইয়াছে, তাহাতে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সেগুলি ছাপাইয়া আজ একটি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, অতঃপর সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করিবার মত বুকের পাটা তাহাদের হইয়াছে।

সাধারণতঃ চোর, ডাকাত বা জনসাধারণের সেনাবিভাগ সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভীতি পোষণ করিবার কথা। কিন্তু উল্লেখিত ঘটনায় দুষ্কৃতকারীরা ভারতীয় সেনাবিভাগকেও যে পরোয়া করিতেছে না, তাহার প্রমাণ মিলিতেছে।

প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, ট্রেনটি ছিল সেনায় ভরতি, সাধারণ যাত্রীবাহী নয়। সুতরাং ইহা একটি বিশেষ ট্রেন এবং ফরাক্কা হইতে উহা ত্রিপুরা যাইতেছিল। ইহার পিছনের কামরায় অস্ত্রশস্ত্র ছিল সৈনিকদেরই। উল্লেখিত চামাগ্রাম ষ্টেশনে যখন গাড়িটি দাঁড়াইয়া ছিল, তখন কিছু দুষ্কৃতকারী অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং অস্ত্রবোঝায় দুইটি বাক্স নামাইয়া লইয়া পালাইতে থাকে। সেনাবাহিনীর লোক তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাহাদের পিছু ধাওয়া করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহাদের প্রতি গুলি চালায়। গুলি চালনার ফলে হতের সংখ্যা চারজন এবং আহতের সংখ্যা চৌদ্দজন। অবশ্য কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সেনারাই আহত ও নিহতদের তুলিয়া লইয়া মালদহের রেল-পুলিশের হাতে সমর্পণ করেন এবং অভিযোগও দায়ের করেন।

জানা গেল না যে, অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ বাক্স দুইটি উদ্ধার করা হইয়াছে কি না এবং সেনাবাহিনীর কেহ আহত হইয়াছেন কিনা। তবে যাহা জানা গেল তাহা এই যে, অতঃপর মিলিটারী গাড়িতে ছিনতাই শুরু হইল। আর এই সব ছিনতাইকারী যে দু-একটি লাঠিসোটা, বল্লম, ছুরি অথবা বে-আইনী পিস্তলের অধিকারী, তেমন মনে হয় না। সেয়াশে সেয়ানে কোলাকুলি করিবার ক্ষমতা তাহাদের নিশ্চয়ই ছিল। তাহা না হইলে সাধ করিয়া তাহারা মরণের ফাঁদে পা দিতে গিয়াছিল, তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না।

একটা কথা ভাবিতে নিশ্চয়ই হইবে। উত্তরবঙ্গ ত এখন অশান্ত। দার্জিলিং, কার্শিয়াং প্রভৃতি স্থান হইতে অশান্তি পরিশেষে উত্তরবঙ্গের সমতলে অবতরণ করিতেছে কিনা, তাহা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। সারা ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করিবার যে চক্রান্ত এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়াছে, তাহার প্রাথমিক উদ্বোধন ত ১৯৪৭ সালে বৃটিশকে সাক্ষী রাখিয়া আমরাই করিয়াছিলাম। আর এখন নানাদিকে বিষবৃক্ষের বংশবিস্তার ঘটিতেছে। এই অবস্থায় দেশের গোয়েন্দাবাহিনীকে তৎপর হইয়া প্রকৃত কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিতে হইবে। দেশাত্মবোধের সমাধি হইয়া গিয়াছে—ইহা মনে করিলে চলিবে না।

দাদাঠাকুর অ-বিরচিত ছররা

—আনন্দগোপাল বিশ্বাস

গোয়ালিনীর প্রসন্ন বদন! কিন্তু আমার চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। সম্পূর্ণ না হ'লেও আধাআধি জল খাচ্ছি জানতাম, কিন্তু এখন জানতে পেরেছি গোয়ালিনীর কোন গরু নাই এবং দুধ সে কখনও দেয়নি, অর্থাৎ ষোল আনাই ফাঁকি! গোয়ালিনী গুঁড়ো দুধ জলে গুলে গরুর দুধ বলে চালিয়ে গেছে এতদিন এবং ঐ দুধ অবলীলাক্রমে নাকে কাপড় গুঁজে গলার নীচে নামিয়েছি। এ হেন খরিদ্দার পেলে গোয়ালিনীর প্রসন্ন হইবার কথা। এখন দুধের রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি মনে হতে কেমন গা গুলিয়ে উঠছে। তার উপর সান্ধ্যভ্রমণের পর বাড়িতে ফেরার পথে পেছন থেকে 'দাদু দেশলাইটা দেবেন' শুনে পেছন ফিরতেই ছেলে দুটো হঠাৎ দেশলাই না নিয়েই দৌড় শুরু করল! দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলেও একদম হীন এখনও হয়নি। অস্পষ্ট অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম দুটির একটি আমারই শ্রীমান!

এদিকে শারীরিক কারণে আফিং সেবনের উপদেশ পাচ্ছি, অথচ দুধের এই দশা। ভাবছিলাম কমলাকান্ত ও তাঁর প্রসন্ন গোয়ালিনীর কথা। প্রসন্ন তো ষোল আনা ফাঁকি দেয়নি। কিন্তু ষোলআনা ঠকিয়ে আমার গোয়ালিনী প্রসন্ন! ভাবতে ভাবতে কখন যে কমলাকান্তের সামনে হাজির হয়েছি নিজেই জানি না। স্বর্গধামের সেই কমলাকান্ত আলয়ে দুই শরতের সাথে দেখা। বলাবাহুল্য একজন আফিংখোর 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র, অপরজন 'বিদূষক' শরৎচন্দ্র আমাদের দাদু 'দাদাঠাকুর'। 'চরিত্রহীন' না হয় আফিং-এর নেশার টানে কমলাকান্তের কাছে এসেছেন কিন্তু দাদু কেন এখানে? তবে কি দাদুও আফিং ধরেছেন অথবা 'চরিত্রহীনে'র খোঁজে এখানে! আসলে দুটোই তো নেশা!

ভাল করে ভাবার আগেই গুম্ফধারী দাদুর হাতখানা আমার কানের দিকে এগিয়ে এলো, মধুর সম্ভাষণে বললেন 'ডেঁপোমির আর জায়গা পাসনি? কাগজ কলম বের কর আমি বলছি, তুই লিখে নে।' বগলে সুড়সুড়ি অনুভব করলাম। কি মজা! দাদু দিলেন কানে হাত আর বগলে লাগছে সুড়সুড়ি! শ্রুতিলিখন শেষ করে, কয়েকটা ছড়া বাগিয়ে দে হাওয়া ওখান থেকে। একটা ধাক্কা খেলাম, ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখলাম টেবিলে স্রেফ সাদা কাগজ আর বন্ধ করা কলমটা পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি উঠে টাটকা পাওয়া ছড়াগুলো মনে করে লিখে নিলাম। সব কি আর মনে থাকে, কিছু ঠিক কিছু বেঠিক! আসলে মাথাতো ষাঁড়ের ত্যাগ করা বস্তুতে ভরপুর!

ছররা...

(এক)

আয়রে সোনা আয়রে মানিক আয়
'যাদুর' (আমার) নামের পাশে ভোট দিয়ে যা।
তোর পাড়াতে কল দেব,
বিজলী বাতির পোল দেব,
'যাদুর' (আমার) নামের পাশে ভোট দিয়ে যা।
রাস্তা-ঘাটে পিচ দেব,
ধাপি কিছু বাঁধিয়ে দেব,
'যাদুর' (আমার) নামের পাশে ভোট দিয়ে যা।
জল নিকাশের ড্রেন দেব,
চাকরী হলে তাও দেব,
'যাদুর' (আমার) নামের পাশে ভোট দিয়ে যা।
খাস জমির লিজ দেব,
ট্যাপ কলের জল দেব,
'যাদুর' (আমার) নামের পাশে ভোট দিয়ে যা।

(দুই)

ভোট দিলে তুই ঠকবি?
না না ঠকবি না!
ভোটের পরে ধাক্কা দিলেও
চিনব না রে চিনব না!
মেজাজ আমার জানিস খাশা
দারুণ আমার ভালবাসা।
দলের উপর আমার টান
জানিস না রে জানিস না।
ভোল পাল্টাই এক নিমেষে

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A Government of India Enterprise)

NTPC

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. NABARUN— 742236 DIST. MURSHIDABAD : WEST BENGAL

GRAM : THERMPOWER

Tender Ref : FS : 42 MD : T-88 : OT-019 (Steel, Cement & Misc. items under group A, B & C)/

CORRIGENDUM

The due date of opening of above refered tender for transportation of Steel, Cement & Misc. goods from diff. places of India to NTPC, Farakka by road is here by extended upto 2-7-86. Hence sale of tender paper will be upto 1-7-86,

SR. ENGINEER (MATERIALS)
Farakka Super Thermal Power Project
P. O. Nabarun, Farakka
Dt. Murshidabad (W. B.)
Pin-742236

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা ফরিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ অধীন সমস্ত সভ্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ১লা জুলাই ১৯৮৬ তারিখ উক্ত সমিতির বাৎসরিক সাধারণ সভা বৈকাল ২ (দুই) ঘটিকার সময় উক্ত সমিতির অফিসে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় যথানির্দিষ্ট সময়ে, তারিখে, স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ

১। পূর্ব্ববর্ত্তী সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। ১৯৮৬-৮৭ সমবায় বৎসরের জন্য বাজেট পেশ ও অনুমোদন।
৩। ১৯৮৬ ৮৭ সমবায় বৎসরে সর্ব্বোচ্চ কর্জ গ্রহণের সীমা নির্দ্ধারণ।
৪। সমিতির কার্য্যকরী কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন।
৫। সমিতি ৮২ ও ৮৪ ধারামতে তদন্ত হইয়া থাকিলে সে সম্বন্ধে আলোচনা।
৬। সমিতির কার্য্যকরী কমিটির সদস্যগণ অথবা তাহার নিকট আত্মীয়গণ খেলাপী হইলে সে সম্বন্ধে আলোচনা।
৭। সমিতির রেজিষ্ট্রিকৃত উপবিধি অনুযায়ী অন্য কোন বিষয় থাকিলে তাহা আলোচনা।

বিঃ দ্রঃ ১৯৭৩ সালের পঃ বঃ সমবায় আইনের ২১ ধারা ও ১৯৭৪ সালের পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলীর ৩৩ ও ৩৫ ধারা পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

আহ্বায়ক—
ফজলুল হক, সম্পাদক
ফরিদপুর এস. কে, ইউ, এস, লিঃ
পোঃ কাশিমনগর ॥ জেলা মুর্শিদাবাদ

কৃষি সংবাদ

পাট চাষীর পরিচয় জ্ঞাপক পুরনো জুটকার্ড এবছর বদলে নিন

রাজ্যের পাট চাষীরা যাতে বাজার দর কমে গেলেও সরকারী নির্ধারিত দরে পাট বিক্রয় করতে পারেন তার জন্য প্রত্যেক পাট চাষীকে পরিচয় জ্ঞাপক জুটকার্ড পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। সেই জুটকার্ডগুলি গত বছরেও নবীকরণ করা হয়।

এ বছর ১৯৮৬-৮৭ সালে ঐ পরিচয় জ্ঞাপক জুটকার্ড বদলে নিতে হবে। স্থানীয় তহশীলদার ভূমিসহায়ক নতুন জুটকার্ড বন্টন করছেন। নতুন জুটকার্ড শীঘ্র নেবার জন্য কৃষকদের অনুরোধ করা হচ্ছে। আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে জুটকার্ড বদলে নিলে ভাল হয়।

আগামী ৩ বছর এই নতুন জুটকার্ডই কার্যকরী থাকবে, তবে প্রতি বছর নবীকরণ করিয়ে নিতে হবে।

যাঁদের পরিচয় জ্ঞাপক নতুন জুটকার্ড থাকবে কেবলমাত্র তাঁদের কাছ থেকেই ভারতীয় পাট নিগম ও সমবায় সংস্থা সমূহ পাট খরিদ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মুর্শিদাবাদ

পরলোকে আইনজীবী

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৪ জুন প্রবীণতম আইনজীবী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বৎসর। বেশ কয়েক বছর থেকে বার্দ্ধক্যের জন্য তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছিলেন। শহরের মানুষ তাঁর সহজ সরল ব্যবহারে গুণমুগ্ধ ছিলেন। তাঁর কর্ম-জীবনের আর একটি দিক অনেকের কাছে পরিচিত নয়। তিনি একজন দক্ষ চিত্রকারের শিল্পী ছিলেন। কর্ম-জীবনের শুরুতে কলকাতার বেশ কিছু নামী পত্রিকার কার্টুনিষ্ট হিসাবে কাঠের ব্লক খোদাই করে চিত্র নির্মাণের কাজে রত ছিলেন। দাদাঠাকুরের বিদূষক পত্রিকার কাঠের ব্লকের কার্টুন চিত্রগুলির অধিকাংশ আজও তাঁর শিল্পের স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শুধু একজন বিজ্ঞ আইনজীবীকেই হারালাম না, হারালাম শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে!

ছররা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আজকে মধু কালকে বিষে—
স্বার্থ ছাড়া এক কদমও
চলব না রে চলব না!

তিন

দল ছেড়ে আয় দল ছেড়ে আয়
চেয়ারম্যান হবি যদি দল ছেড়ে আয়।
চেয়ারম্যান করব তোরে
বাঁধব নূতন বাহুর ডোরে
লাভ যদি চাস দল ছেড়ে আয়।
কি লাভ তোর দলকে নিয়ে
অষ্টরম্ভা চুসবি কিরে?
বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দলে
আয়রে যাদু আয়রে চলে
চেয়ারম্যান করব তোরে
দল ছেড়ে আয়।

চেয়ারম্যানের কেমন মজা
স্বাদ যদি চাস আয়রে 'গজা',
আয়রে মানিক, আয়রে চাঁদু,
'লক্ষ্মীসোনা', আয়রে খাঁদু,
চেয়ারম্যান করব তোরে
দল ছেড়ে আয়।

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

জায়গা বিক্রয়
রঘুনাথগঞ্জ থানার সামনে বাউণ্ডারী ঘেরা একটি জায়গা বিক্রয় আছে।
যোগাযোগ স্থান—
মহাবীর বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা ॥ ফোন : ১০৭

সাপের কামড়ে মৃত্যু

দফরপুর : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের হাজানগর গ্রামের বদকরী সরকার গত ২৮ মে তাঁর বেগুন ক্ষেতে সাপের কামড়ে মারা যান। প্রকাশ, প্রতি-দিনের মতো সেদিনও তিনি যখন বেগুনের জমি দেখছিলেন সেই সময় একটা গোখরো সাপ তাঁকে কামড়ায়। হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই তীব্র বিষে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শিক্ষক প্রহৃত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জোরে স্কুল অফিসে প্রবেশ করে হাজিরা খাতা ছিনিয়ে নিয়ে সই করে এবং প্রতিটি ক্লাসে গিয়ে সুকৌশলে ছাত্রদের খাতায় সই করে। পরবর্ত্তীতে প্রধান শিক্ষক বাধা দিতে গেলে প্রধান শিক্ষকের জামার কলার ধরে মারধোর করে। ঘটনাটি স্থানীয় অঞ্চলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। স্কুল সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। নিরাপত্তার অভাবে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ী যেতে বলা হয়। অন্য শিক্ষকেরা এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন। শিক্ষকদের ধারণা প্রণয় সিংহকে উস্কানী দেওয়ার পিছনে একটি বড় মাথা কাজ করছে।

তিনটি খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাঙ্গাচালক সাতসন্ধ্যায় খুন হন গাঁয়ের ভিতরে। বাঙলাদেশী কয়েকজন চোরা-কারবারির সঙ্গে যোগাযোগ এবং তারই পরিণতিতে এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রকাশ। এই থানার আগে তেলাঙ্গল গ্রামে খুন হন বোখারা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত উপ প্রধান এবং আরএসপির কৃষক সভার সদস্য মহসীন আলি। দলের চাঁদা তোলার সময় সিগারেট চাওয়ার অজুহাতে আততায়ীরা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাঁকে খুন করে বলে জেলার মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধান সভায় বিবৃতি দেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশী গাফি-লতির অভিযোগে গতকাল আরএসপি দলের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল সাগরদীঘির পথ পরিক্রমার পর সাগরদীঘি থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং পুলিশের সি আই সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১০

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।